পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের ষান্মাসিক প্রতিবেদন
নভেম্বর ১৯৯৯-এপ্রিল ২০০০

মাননীয় সমাজকল্যান মন্ত্রীমহোদয় সমীপেষু,

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন - এর কার্যক্রম বিষয়ক সপ্তম ষান্মাসিক (নভেম্বর ৯৯ - এপ্রিল ২০০০) প্রতিবেদন উপস্থাপিত করা হল।

১৮-১৯ জানুয়ারী ২০০০ তারিখে জাতীয় মহিলা কমিশন (দিল্লী) অন্যান্য আঞ্চলিক মহিলা কমিশনের একটি সভার আয়োজন করে। ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তার সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন।

৩০শে এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি সভাগৃহে অনুষ্ঠিত Better Rape Laws শীর্ষক আলোচনার সূত্রানুযায়ী ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে একটি জাতীয় আলোচনা চক্রের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন। সহযোগী হিসেবে ছিল School of Women's Studies যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং Women's School of Women's Centre কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই আলোচনাচক্রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে Resource Person আসেন যথা দিল্লী থেকে প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীমতী কীর্তি সিং। মুম্বাই থেকে সামাজকর্মী এবং আইনজ্ঞ শ্রীমতী ফ্লাভিয়া অ্যাগনেস এবং চেন্নাই থেকে শ্রীমতী ডি .স্বরস্বতী, সমাজকর্মী এবং আইনজ্ঞ। এই আলোচনা চক্রে ধর্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার আলোচনা হয় এবং আইন কমিশন-এর সর্বশেষ অনুমোদন -এর বিষয়টি নিয়েও অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন বিভিন্ন সভ্যা ও আমন্ত্রিতেরা। স্থির হয় যে এই জাতীয় সেমিনার উদ্ভূত ধর্ষণ বিষয়ক অনুমোদনগুলি একটি বই হিসাবে প্রকাশ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের তরফ থেকে।

৭.৩.২০০০ সাংসদ শ্রীমতী গীতা মুখার্জীর আকস্মিক প্রয়ানে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন একটি শোকসভার আয়োজন করে।

আর্ন্তজাতিক মহিলা দিবসকে স্মরণে রেখে (৮ই মার্চ) ২৮-২৯শে মার্চ ২০০০ নন্দন প্রেক্ষাগৃহ প্রাঙ্গনে মহিলা মেলার আয়োজন করা হয়। কুড়িটি মহিলা সংগঠন তাদের শিল্পকর্মের জিনিষপত্র নিয়ে স্টল খোলেন এবং সেসব সামগ্রী অতি দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। রাত্রি আটটা পর্যন্ত এই স্টল গুলি খোলা থাকতো এবং স্টলের জিনিষপত্র প্রভূত সমাদৃত হয়েছে ক্রেতাদের কাছে। উত্তরপাড়া ভবঘুরে হোমের আবাসিকেরা এবং রঙ্গকর্মী সংস্থা বিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা করে। "বেটি আই" নাটকটি দর্শকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করে।

আইনি সচেতনা বিষয়ক কর্মশালা এবার অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবারে ১-২ এপ্রিল ২০০০। দুদিন ব্যাপী এই কর্মশালায় মহিলা কমিশনের সভ্যা ছাড়াও Resource Person হিসেবে ছিলেন শ্রীমতী চান্দ্রেয়ী আলম এবং অন্য আরো দুজন আইনজ্ঞ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতর বেশ কিছু সভ্যা উপস্থিত ছিলেন।

লিলুয়া হোম-র আবাসিক ও আভ্যন্তরিন অবস্থা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন অত্যন্ত সজাগ। নিয়মিতভাবে ঐ হোম এই কমিশনের তরফ থেকে পরিদর্শন করা হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী মামলা, মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন আবাসিক, বাসস্থানের স্বল্পতা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে কমিশন দীর্ঘদিন ধরে সরকারী উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে আসছে। সরেজমিন জরিপের মাধ্যমে প্রতিবেদনও পেশ করেছে কমিশন। দুর্ভাগ্যবশত, এখনও কোন সমাধান সূত্র মেলেনি বা অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

২৭.৪.২০০০ তারিখে মহিলা কমিশনের জি.বি. মিটিং-এ কমিশন একজন স্থায়ী লাইব্রেরিয়ান-এর জন্য সরকারকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহিলা কমিশনের সূত্রপাতেই কমিশনের একটি লাইব্রেরীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। বর্তমানে ঐ লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে এবং অস্থায়ী একজন গ্রন্থাগারিক - এর পরিচালনা করছেন। মহিলা কমিশনের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগার গঠন করতে হলে একজন স্থায়ী গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন, এবং তাঁকে সাহায্য করতে একজন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান।

ধন্যবাদান্তে,

সভানেত্রী

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

১০, রেইনী পার্ক, কলিকাতা - ৭০০ ০১৯।